

যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নম্বরঃ ১৩৮৯

১/ বিবিধ

আরবী

كان إذا فقد الرجل من إخوانه ثلاثة أيام سأل عنه، فإن كان غائبا دعا له، وإن كان شاهدا زاره، وإن كان مريضا عاده
موضوع

أخرجه هكذا أبو الشيخ في " كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه " (ص 75)

حدثنا أبو يعلى: نا الأزرق بن علي: نا يحيى بن أبي بكير: نا عباد بن كثير عن ثابت عن أنس به

قلت: وهذا إسناد واه جدا، آفته عباد بن كثير، وهو البصري، قال الحافظ في " التقريب

" متروك، قال أحمد: روى أحاديث كذب

والحديث أورده الهيثمي (2/295 - 296) من رواية أبي يعلى بزيادة طويلة في آخره، وقال

" وفيه عباد بن كثير، وكان رجلا صالحا، ولكنه ضعيف الحديث متروك لغفلته وأورده السيوطي في " الجامع الصغير " من رواية أبي يعلى مختصرا كرواية أبي الشيخ، وتعقبه المناوي بما نقلته عن الهيثمي، والأولى تعقبه بما صنعه

السيوطي نفسه في " اللآلي " (2/404 - 405) فإن الحديث أورده بتمامه ابن

الجوزي في " الموضوعات " (3/206 - 207) من رواية ابن شاهين، ثم قال ابن

الجوزي

" موضوع، والمتهم به عباد

فأقره السيوطي على ذلك، ونقل كلام الهيثمي المتقدم، ثم قال

" وقال الحافظ ابن حجر في " المطالب العالية ": تفرد به عباد بن كثير، وهو

واه، وآثار الوضع عليه لائحة

وأقره أيضا، ومع ذلك أورده في " الجامع

وأما المناوي فله موقفان مختلفان باختلاف كتابيه، فهو في " الفيض " نقل كلام

الهيثمي وأقره، وذلك معناه عنده أنه ضعيف جدا، وأما في " التيسير " فقد

قال

" إسناده ضعيف "

ومما لا شك فيه أن الأول أقرب إلى الصواب، والله سبحانه وتعالى أعلم

বাংলা

১৩৮৯। তিনি যখন তার ভাইদের মধ্য থেকে কোন একজনকে তিনদিন অনুপস্থিত পেতেন তখন তিনি তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। সে যদি অনুপস্থিত থাকতো সফরের কারণে, তাহলে তার জন্য দুআ করতেন আর যদি উপস্থিত থাকতো (দেশেই থাকতো) তাহলে তার নিকট যেতেন। আর যদি রোগে আক্রান্ত হতেন তাহলে তাকে দেখতে যেতেন।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি এভাবে আবুশ শাইখ "কিতাবু আখলাকিন্নবী অআদাবুহু" গ্রন্থে (পৃঃ ৭৫) আবু ইয়ালা হতে, তিনি আযরাক ইবনু আলী হতে, তিনি ইয়াহইয়া ইবনু আবী বুকায়ের হতে, তিনি আব্বাদ ইবনু কাসীর হতে, তিনি সাবেত হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ সনদটি খুবই দুর্বল। তার সমস্যা হচ্ছে আব্বাদ ইবনু কাসীর, তিনি হচ্ছেন বাসরী। হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে তার সম্পর্কে বলেনঃ তিনি মাতরুক। ইমাম আহমাদ বলেনঃ তিনি কতিপয় মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটি হায়সামী (২/২৯৫-২৯৬) আবু ইয়ালার বর্ণনা হতে হাদীসটির শেষে অনেক দীর্ঘ ভাষায় বর্ণনা করে বলেছেনঃ এর সনদে আব্বাদ ইবনু কাসীর রয়েছেন। তিনি সৎ লোক ছিলেন। কিন্তু হাদীসের ক্ষেত্রে তিনি দুর্বল।

তার গাফলতির কারণে তিনি মাতরুফ।

হাদীসটিকে সুযুতী আলজামেউস সাগীর” গ্রন্থে আবু ইয়ালার বর্ণনা হতে আবুশ শাইখের বর্ণনার ন্যায় সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর মানবী হায়সামীর মন্তব্য উল্লেখ করে তার সমালোচনা করেছেন।

সুযুতী নিজেই হাদীসটিকে “আলনাআলী” গ্রন্থে (২/৪০৪-৪০৫) উল্লেখ করে হাদীসটির সমালোচনা করেছেন। সম্পূর্ণ হাদীসটি ইবনুল জাওযী “আলমওয়ূয়াত” গ্রন্থে (৩/২০৬-২০৭) ইবনু শাহীনের বর্ণনা হতে উল্লেখ করে বলেছেনঃ এটি বানোয়াট। হাদীসটি জাল করার দোষে দোষী হচ্ছেন আব্বাদ। সুযুতী তার এ বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন এবং হায়সামীর পূর্বোক্ত বক্তব্যকেও উল্লেখ করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার "আল-মাতালিবুল আলিয়াহ" গ্রন্থে বলেনঃ আব্বাদ ইবনু কাসীর হাদীসটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি খুবই দুর্বল আর হাদীসটিতে বানোয়াট হওয়ার আলোমত সুস্পষ্ট।

সুযুতী হাফিয ইবনু হাজারের এ বক্তব্যকেও সমর্থন করেছেন। তা সত্ত্বেও তিনি “আলজামেউস সাগীর” গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

মানবী তার দুগ্রন্থে দু’ধরনের মন্তব্য করেছেন। তিনি "আলফায়েয" গ্রন্থে হায়সামীর মন্তব্য উল্লেখ করে তা সমর্থন করেছেন অর্থাৎ হাদীসটি খুবই দুর্বল হওয়াকে সমর্থন করেছেন। আর “আততায়সীর” গ্রন্থে বলেছেনঃ হাদীসটির সনদ দুবল। তার প্রথম কথাটি সঠিকের নিকটবর্তী।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=72268>

 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন